42

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAR 1994
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ এবং সাধারণ শিক্ষকগণ ম্যানেজিং কমিটির দ্বারা বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন। এর একমাত্র কারণ ম্যানেজিং কমিটির অর্থাৎ স্কুলের চেয়ারম্যান একজন স্থানীয় প্রভাবশালী লোক হয়ে থাকেন। এরা বিভিন্ন সময় প্রধান শিক্ষক এবং অন্য শিক্ষকদের নানাভাবে হয়রানি করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, ম্যানেজিং কমিটি প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন শিক্ষককে বিনা কারণে সাসপেন্ড পর্যন্ত করে থাকে। এমনিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষকরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এমনকি শিক্ষকরা কোন উপায় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্টের শরণাপন্ন হচ্ছেন। ফলে শিক্ষকরা মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে স্কুল নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা লেগেই রয়েছে। ফলে গ্রামের সাধারণ জনগণ তাদের ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। অনেক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই বললেই চলে। একের ওপর অপরের ক্ষমতার দৌরাত্ম্য ক্রমে বেড়েই চলছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শিক্ষকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, অনেক সময় শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎকোচ পর্যন্ত গ্রহণ করে থাকে। আগে যখন ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সার্কেল অফিসার ছিলেন তখন এই ধরনের অর্থাৎ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে কোন ঝামেলাই ছিল না। যেমন বর্তমানে দাখিল মাদ্রাসার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে থানা নির্বাহী অফিসার থাকায় মাদ্রাসাগুলো ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আমাদের আবেদন, অবিলম্বে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান থানা নির্বাহী অফিসার করে স্থানীয় লোকদের খপ্পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করা হয় এবং শিক্ষকরা যেন সুন্দর মানসিকতা নিয়ে তাঁদের কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিসত্বর মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাধারণ শিক্ষকদের পক্ষে
নেপাল চন্দ্র কর্মকার
প্রধান শিক্ষক
কে, ছৈলাবুনিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
জেলা-পটুয়াখালী।